APR 17 2002

[দৈ]নিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ... ২

ঢাকা ভার্সিটিতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রিফেক্ট কমিটি গঠন

সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো সকল বিভাগের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'প্রিফিক্ট' কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডাকসু নির্বাচন দীর্ঘ এক যুগ বন্ধ থাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য এই প্রিফেক্ট কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ক্যাম্পাসের পরিবেশ পরিস্থিতি বিশেষ করে একাডেমিক শৃংখলা এবং শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক ও প্রশাসনের সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এ কমিটি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রিফেক্ট কমিটিতে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ছাড়া ক্যাম্পাসের ক্রিয়াশীল কোন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এমনকি ছাত্রনেতৃবৃন্দের সাথে কোনরকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কমিটি গঠন করায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই প্রিফেক্ট কমিটিকে ডাকসুর বিকল্প হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩'র অধ্যাদেশের (১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে

(শেষ পৃঃ পর)

পার্ট-২-এর প্রক্টোরিয়াল বিধির ৩(২) ধারা অনুযায়ী প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ভিসির অনুমোদনক্রমে প্রিফেক্ট কমিটি গঠন করেছেন। কয়েক মাস পূর্বে প্রক্টর অফিস থেকে প্রতিটি বিভাগের চেয়ারম্যানের নিকট শেষ পর্ব অথবা অনার্স ৪র্থ বর্ষের সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন (প্রথম স্থান অধিকারী) ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা চাওয়া হয়। প্রিফেক্ট কমিটির প্রথম কেন্দ্রীয় সভা গত ১১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৫৪টি বিভাগ ও ইনষ্টিটিউটের মধ্যে ৪০টি বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী এবং উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন প্রোভিসি অধ্যাপক জেডএন তাহমিদা বেগম, কোষাধ্যক্ষ এবং সকল অনুষদের ডীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এই কমিটির সমন্বয়কারী। প্রিফেক্ট কমিটির কাজ হবে ক্যাম্পাসের পরিবেশ পরিস্থিতি উন্নয়নে পরামর্শ দান এবং বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা। পরবর্তীতে বিভাগ পর্যায়ে সকল বর্ষের সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভাগীয় প্রিফেক্ট কমিটি গঠন করা হবে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুনতে চায়। ছাত্রদের সমস্যা ছাত্ররাই বলুক। শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশাসনের যোগাযোগের কোন মাধ্যম নেই। তাই প্রিফেক্ট কমিটি গঠনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। তিনি ডাকসুর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন, ডাকসু থাকলে ৯০ ভাগ সমস্যার সমাধান হতো। প্রিফেক্ট কমিটি ডাকসুর বিকল্প নয়। ডাকসুর নীতিমালার সাথে এই কমিটির নীতিমালার কোন বিরোধ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে প্রিফেক্ট কমিটির উল্লেখ থাকলেও অতীতে কখনোই এর প্রয়োগ হয়নি। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর যদি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে ভিসির মতামত নিয়ে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃংখলার জন্য প্রত্যেক বিভাগের প্রক্টর প্রিফেক্ট নিয়োগ করতে পারেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভাবমূর্তি ও সুখ্যাতি রয়েছে, প্রিফেক্ট কমিটিভুক্ত সেরা ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে তা আরও সমুন্নত হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পাঠ বহির্ভূত সকল কর্মকাণ্ডে ...